দৈনিক ইনকিলাব

তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

১৬৬

তারিখ 05 FEB 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ডাকসু নির্বাচন ॥ পুলিশী টহল জোরদার

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা হবে

॥ সাকির আহমদ ॥

আগামী বুধবার ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশী টহল আরো জোরদার করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজ (রোববার) থেকে পুলিশী টহলের ব্যাপারে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশের উর্ধ্বতন

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল মনোনীত ডাকসুর ভিপি পদপ্রার্থী জনাব শামসুজ্জামান দুদু (বামে) ও জিএস পদপ্রার্থী জনাব আসাদুজ্জামান রিপন (ডানে) —ইনকিলাব

ডাকসু নির্বাচনের প্রাক্কালে বিশেষ সাক্ষাতকারে ছাত্র দল নেতৃবৃন্দ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য নির্বাচনে নেমেছি

॥ রেজাউল ওয়াদুদ ॥

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের মনোনীত ডাকসু'র ভিপি পদপ্রার্থী জনাব শামসুজ্জামান দুদু ও জিএস পদপ্রার্থী জনাব আসাদুজ্জামান রিপন বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের প্যানেলের প্রার্থীদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করছেন।

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

সাক্ষাৎকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারা বলেন, ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বিভিন্ন জোটের প্রার্থীদের নিয়ে কয়েকবার বৈঠকে বসেছেন অথচ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের প্রার্থীদের সাথে বসতে তিনি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

গতকাল দৈনিক ইনকিলাবকে দেয়া পৃথক দু'টি বিশেষ সাক্ষাতকারে তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করার লক্ষ্যেই নির্বাচনে নেমেছি।

তারা বলেন, যখনই প্রতিদ্বন্দ্বী কোন জোট বা সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের বিরুদ্ধে সাজানো অভিযোগ উত্থাপন করে তখনই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। তারা সাথে সাথে ছাত্র দলের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি প্রদর্শন করেন। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য কর্তৃপক্ষকে দায়ী থাকতে হবে।

শামসুজ্জামান দুদু

সাক্ষাতকারে জনাব শামসুজ্জামান দুদু উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, গত কয়েক দিন যাবত আমরা লক্ষ্য করছি, আমাদের নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেয়া হচ্ছে। জহুরুল হক হলসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় ছাত্র দলের দেয়ালের লিখন মুছে ফেলা হচ্ছে, পোস্টার, ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। আমি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে এ ধরনের কাজ বন্ধ ও কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকার আহবান জানাচ্ছি। জনাব শামসুজ্জামান দুদু হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, কর্তৃপক্ষের এ ধরনের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ চলতে থাকলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য তাদেরকেই দায়ী থাকতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহিষ্কৃত ও আটক ছাত্র রাজ বন্দীদের প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, ভিসি পরিকল্পিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মাননীয় আদালতেই তা প্রমাণিত হচ্ছে, তারা দোষী কি-না। ইতিমধ্যেই ছাত্র নেতা ইলিয়াছ, মালেকসহ বেশ কয়েকজন বে-কসুর খালাস পেয়েছেন।

আমাদের যে-সব বন্ধুরা এখনো জেলে আছেন, যারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি তাদের ধৈর্য, ত্যাগ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এক প্রশ্নের জবাবে জনাব দুদু বলেন, আমরা সবার জন্য, আমরা শান্তির জন্য, আমরা শিক্ষার জন্য, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ছি। তিনি বহিষ্কৃত ও বন্দী ছাত্র নেতাদের ডাকসু নির্বাচন উপভোগ করার সুযোগ দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের সুস্থ বিবেকের নিকট অনুরোধ জানান।

আসাদুজ্জামান রিপন

সাক্ষাতকারে জনাব আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত ও অস্ত্রমুক্ত করার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের লক্ষ্য, স্বৈরাচারবিরোধী একটি ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা।

তিনি বলেন, ডাকসুতে আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত— ইতিমধ্যেই আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচনের পর আমরা গরীব এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে ডাকসু'র তত্ত্বাবধানে একটি ট্রাস্ট গঠন করবো। বিদেশের ন্যায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করারও ইচ্ছা রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য আমরা কিছু প্রকল্প হাতে নেবো।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে জনাব রিপন বলেন, আমরা প্রথমে এক দফার আন্দোলনে নেমেছি— যা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন। কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পাশ কাটিয়ে এক দফার সাথে বহু দফা জুড়ে দিয়েছে যা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের অন্তরায়। তিনি বলেন, আমরা স্বৈরাচার যদি উৎখাত করতে না পারি তাহলে অন্য সব আন্দোলন বৃথা যাবে এবং আমরা তাতে সফল হতে পারবো না। প্রশ্নের জবাবে জনাব রিপন বলেন, ডাকসু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা চাই না। তারা সঠিক নীতিমালা অনুসরণ করে পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করে যাবেন— এটাই আমরা চাই।

ডাকসু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তাদের সাথে মিলিত হন। শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে। সকাল ৮টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ চলবে। নির্ধারিত সময়ে ভোট গ্রহণ শেষ না হলে ভোট কেন্দ্রের ভেতরে যেসব ভোটার থাকবে তাদের ভোট ২টার পরও নেয়া হবে।

সূত্র মতে, নির্বাচনে প্রায় ২৬ হাজার ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। নির্বাচনের দিন এবং তার আগে মস্তান ও টোকাইরা যাতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও গোয়েন্দা শাখার সাহায্য চেয়েছেন। জানা গেছে, পুলিশের উক্ত দু'টি সংস্থা মস্তান ও টোকাইদের গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। সূত্র মতে, মস্তান ও টোকাইরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো ছাড়াও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে বলে কর্তৃপক্ষ আশংকা প্রকাশ করছেন।

ডাকসু নির্বাচনকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শান্তি শৃংখলা রক্ষা করার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। প্রক্টর ও পুলিশের ডিসি (দক্ষিণ) জনাব আব্দুল মোতালেব আজ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে ৩টি ভাগে বিভক্ত করবেন। সূত্র মতে, ৩টি এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত করতে পারে এমন কাউকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখলে পুলিশ চ্যালেঞ্জ করবে। যদি সন্তোষজনক জবাবদানে ব্যর্থ হলে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রক্টর, রেজিষ্ট্রার, উপ-রেজিষ্ট্রার (শিক্ষা), চীফ রিটার্নিং অফিসার ডাকসু ও হল ইউনিয়ন নির্বাচন ও কলা অনুষদের ডীন মিলিত হন। নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন।